মেনকা

গীতিকাব্য।

শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত।

"O then at last relent : is there no place
Left for repentance, none for pardon left ?"

মিলতান।

"No sword
Of wrath her right arm whirl'd,
But one poor poet's scroll, and with *his* word
She shook the world."

টেনিসন।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।

কলিকাতা,—রাজা কালীকৃষ্ণের লেন নং ৩০

সম্বৎ ১৯৩১।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত রামগোপাল সেন

পিতৃচরণকমলে

স্নেহ ভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি

পুত্রের যাহা থাকা উচিত, তাহারই সামান্য নিদর্শন স্বরূপ

এই কাব্য

সমাদরে সমর্পিত হইল।

মেনকা।

১

একদা প্রদোষে মেনকা সুন্দরী
রূপের কিরণে বিশ্ব আলো করি,
যাইতে ছিলেন ত্রিদিব পানে,
মেনকা রূপসী কনক লতা,
মেনকা অপ্সরী অলকাসুতা ;
হাসিতে হাসিতে, দুলিতে দুলিতে,
ত্রিদিবের নিশি উজল করিতে,
ধীর স্থির চারু বিজলীর মত,
যাইছে সুন্দরী ত্রিদিব পানে।

২

সাধু সজ্জনের পুণ্য রাশি প্রায়,
সোণার প্রতিমা যেন চলে যায়,
এ হেন সুন্দরী নাহিক আর,
ভুবনে এ হেন নাহিক নিধি,
এ হেন মোহিনী গড়ে নি বিধি।
মধুর প্রথম প্রণয় কামিনী,
মধুর প্রথম প্রণয় যামিনী;
তার চেয়ে বালা অতুল মধুর,
তুলনা জগতে নাহিক তার!

৩

বহে পরিমল পবন চপল,
দেখেন তপন সেই শোভাদল,
হাসিতে হাসিতে দেখেন শশী;
কাঁপিছে হৃদয় দেখি সে শোভা,
কাঁপিছে হৃদয় প্রণয় লোভা,—
'কত ভাগ্যধর সে পুরুষ বর
যে জন ভুঞ্জিবে এ শোভা নিকর,
তুষিবে যাহারে এ হেন রতন
নিরাসিবে যার হৃদয় মসি!'

৪

বহে পরিমল পবন চপল,
বিমানে বিকল দেবতা সকল,
প্রেমের রসেতে মজেছে মন।
কে আছে রে হেন ধরণী তলে
তারে হেরে যার প্রাণ না টলে ?
ধন্য বিশ্বামিত্র গাধির নন্দন,
ধন্য তপোবল, ধন্য তপোধন,
তপোভীত-চিত দেবেশ আদেশে
ভজিল তোমারে এ হেন ধন।

৫

বহে পরিমল পবন চপল,
সুবাসে পূরিল আকাশ ভূতল,
যেমন বীরের উজ্জ্বল নাম।
কবরী শোভিছে কুসুম কুল,
পারিজাত নামে অতুল ফুল ;
বহিল পবন তাহারি সৌরভ,
ভরিল ভুবন তাহারি গৌরব,
ভাসিল হরষে মানব নিকর,
সুখেতে পূরিল ধরণী ধাম।

৬

বহে পরিমল পবন চপল
তাপস দুর্ব্বাসা বসি যেই স্থল
করিতে ছিলেন বিভুর ধ্যান,
যোড় করদ্বয় বুকেতে রাখি,
নিবেশ-নিশ্চল, নিমীল-আঁখি,
নিরোধ করিয়ে ইন্দ্রিয় সকল,
দেখেন পরম কিরণ উজ্জল।
বহে পরিমল পবন চপল,
ভাঙিল মুনির বিভুর ধ্যান ;

৭

" তপোনাশ হ'ল !—একি, পাপিয়সি ?
বলিলেন মুনি যখন রূপসী
আরক্ত নয়নে পতিত হ'ল,
" তপোনাশ হ'ল—জান না তুমি
দুর্ব্বাসার ইহা তপের ভূমি ?
করিলে যেমন দ্বিজ অবমান
স্বরগে তোমার না হইবে স্থান ;
অদ্যাবধি, দুষ্টচারিণি, তোমার
অবনী মাঝারে আবাস হ'ল। "

৮

তদবধি ধনী কাতর নয়নে
বিহরে ভুবনে বিষণ্ণ বদনে,
কিছুতেই আর নাহিক সুখ;
কোথায় সে সখী অপ্সরীগণ,
কোথায় সুখের নন্দনবন!
নদ, নদী, আর ভূধর, সাগর,
হ্রদ, উপত্যকা, পর্ব্বত গহ্বর,
এ সকল, হায়, করি দরশন
ঘোচে না পরীর মনের দুখ!

৯

"হায় রে কোথায় সে সব অপ্সরী,
তিলোত্তমা, রম্ভা, উর্ব্বশী সুন্দরী,
কোথায় সে সব সঙ্গিনীগণ?
কোথায় সে বীণা প্রমোদপূরা,
কোথায় সুরের সরস সুরা?
কোথা পারিজাত কুসুম রতন,
কোথায় সে সব লতার কিরণ?
সকলি গিয়েছে—নিশার স্বপন!—
চারিদিকে মম কাঁটার বন!

১০

"কি ছার কমল নাহি পরিমল,
কি ছার কামিনী গলিত-কোমল,
কি ছার গোলাপ কণ্টকময়।
দেখিয়াছি আমি টগর ফুল,
দেখেছি মল্লিকা মালতী ফুল;
যে যে সব ফুল আছে যেই খানে,
দেখেছি সে সব আপন নয়ানে,—
নন্দনবনের একটী কুসুম
পারিজাত সম কেহই নয়!

১১

"দেখিয়াছি আমি যমুনার জল,
জাহ্নবী সলিল বিমল উজল,
মানসের মর্ম্ম কেহই নহে;
দেখিয়াছি আমি মানবলীলা,
বিষাদ আবাসে বিজলী খেলা,—
এক চোকে কাঁদে, এক চোকে হাসে,
এক চোকে বাসে, এক চোকে নাশে,-
হায় রে কেবল অমরের তরে
জগতের যত আনন্দ রহে!

১২

"যে যে সুখ আছে ভূতল অখিলে,
কোটি কোটি বার গুণন করিলে,
গুণনের যেই সমষ্টি হয় :
যেখানে অনন্ত বিরাজে শশী,
নাহিক যেখানে মেঘের মসি,
অনন্ত যৌবন, অনন্ত মিলন,
অনন্ত আমোদ, অনন্ত জীবন,
হায় রে অনন্ত সুখের নিলয়
সে ত্রিদিব সম কখন নয়!

১৩

ওহে দেবরাজ করুণা আধার,
দেখ'সে বারেক কি দশা আমার,
তোমার মেনকা, হে নাথ, মরে;
পরিত্রাণ পাব মরিব যদি!—
তাও কি সহিবে দারুণ বিধি?
করেছিল যদি আমায় অমর,
কেন না করিল অন্তর অমর,
তা হ'লে কি আর এ হেন জ্বালায়
জ্বলিয়ে পরাণ এমন করে!"

১৪

কহে দৈববাণী গগন-মাঝারে
অলক্ষিত ভাবে বীণার ঝঙ্কারে
জলধর-ধীর-গভীর স্বরে :
"এই বসুমতী বসুধা মাঝে
সর্ব্বসার যেই রতন রাজে,
যাও ত্বরা করি, হে সুরসুন্দরি,
সে চারু রতনে আনয়ন করি,
প্রদান করিলে স্বরগ দ্বারীরে,
আসিতে পাইবে স্বরগ 'পরে।"

১৫

কে কহিল, হায়, এমন বচন ?—
জুড়াল আশায় পরীর জীবন,
বিপুল পুলকে প্রফুল হ'ল।
কপোল কমলে ললিত লেখা
বসিল বাসনা-শশীর রেখা ;
যামিনী যোগেতে যমুনার জল
বহিল সে হৃদে কিরণ-উজল ;
সে সুখ প্রবাহে জননীর কোলে
শিশুর অধর সহাস হ'ল !

১৬

বিলসে বিলাস-বিলোল লোচন,
আশায় বিকাশ বিনোদ বদন,
কহিল কামিনী ভাবনা ভারে :
" দেখিয়াছি আমি হিমের খনি,
জ্বলিছে যথায় সহস্র মণি ;
দেখিয়াছি আমি কুবের আগার,
অতুল ধনের অতুল ভাণ্ডার ;
সে সব রতনে ত্রিদিব নির্ম্মিত,
ত্রিদিব কিনিতে তা'রা কি পারে ?

১৭

" কত দিন আমি গিয়েছি সেখানে,
সঞ্জীবনী লতা আছে যেই স্থানে,
ধবল গিরির শিখর 'পরে,
সঞ্জীবনী নামে অতুল লতা
পরিহার করে মরণ ব্যথা।
কি হবে তেমন ললিত লতায়,
অন্তর অমর সকলে যথায় ?—
সুধারসে যারা প্রমত্ত অন্তর,
তা'রা কি কখন শমনে ডরে ?

১৮

" শুয়ে থাকি আমি তুষার শয়নে,
তাহারা ঘুমায় পারিজাত বনে,
নাহিক ভাবনা, বাসনা, জ্বালা,
নাহিক ঈরিষা, বিয়োগ-লেশ,
নাহিক বিরহ, বিষাদ, ক্লেশ।
সাগর গরভে আমার বিহার,—
পরি গলদেশে প্রবালের হার;
তথাকার সার অতুল রতন
কিনিতে নারিবে ত্রিদিব-আলা!"

১৯

চলিল ত্বরিত তড়িত মতন;
বিতরি সৌরভ, যথা দাতা জন
বিতরে রতন দীনের শিরে,
যথায় প্রসন্ন অমরগণ
পরিতোষ করে মুনির মন;
যেমন রূপসী রমণী রতন
ভেটিবারে যায় প্রাণেশ সদন,
তেমতি হরষে চলিল অপ্সরা,
চলিল মেনকা সাগর তীরে।

২০

প্রবেশিল ধনী রাবণ নগর,
যথায় সতত পূর্ণ শশধর,
ছয় ঋতু সহ বিরাজ করে;
যথা দেব দেব মহেশ দ্বারী
জগতের গুরু জগত হারী;
প্রসন্না ভবানী সদা অধিষ্ঠান
করেন যেখানে, সেই যশ-স্থান,
ধরার গৌরব, বীরের বিভব,
মেনকা সুন্দরী প্রবেশ করে!

২১

নিরানন্দময় আজি লঙ্কা ধাম,
ডুবিয়াছে যেন প্রতাপের নাম,
মেঘনাদ বীর নাহিক আর,
মেঘনাদ ইন্দ্র বিজয় কারী,
মেঘনাদ দিব্য ধনুক ধারী;
পড়েছে সমরে সেই বীরবর,
প্রমীলার পতি, লঙ্কার ঈশ্বর,—
আঁধার আজি রে প্রাসাদ নিকর,
ধরে না ধরায় বিষাদ আর!

২২

লঙ্কার দ্বারেতে শিবের মুরতি
বিষণ্ণ, নাহিক আগেকার জ্যোতি,
মেঘনাদ শোকে শারদা কাঁদে ;
পশুপক্ষিগণ নীরব সবে,—
আর কি লঙ্কার সে দিন হবে ?
মলিন রাক্ষস কুলের গৌরব,
মলিন রাক্ষস কুলের বিভব ;
কাঁদে রাজলক্ষ্মী, হায় রে কে যেন
কালিমা ঢালিয়ে দিয়েছে চাঁদে।

২৩

চারিদিক্ স্থির ; সুধীর সমীর ;
আজি বারিনিধি বিষাদগম্ভীর,
বিপুল পুলিনে ক্ষালন করে ;
ভাসিলেও শশী উদয়াচলে,
খেলে না বিজলী মুকুতাদলে ;
বিষাদ-বিলোল ধবল লহরী
খেলে দূরদেশে, বারুণী সুন্দরী
তাহারি মাঝারে সোণার কমলে
কেলি করে একা কমল করে।

২৪

অশোক কাননে জানকী সুন্দরী
বিষাদিতা সতী, মরিলেও অরি
বিষাদিতা সেই সরলা বালা।
কে না দুখী হয় পরের দুখে,
কে না সুখী হয় পরের সুখে?
যাহার পরাণে পবিত্র কিরণ
পায় নাই লোপ, কভু তার মন
এমন কঠিন পারে না হইতে,
পারে না দেখিতে পরের জ্বালা।

২৫

সেই মেঘনাদ, স্মরিল সুন্দরী,
অসহায় কালে পরিত্রাণ করি
কি রূপে রাখিল সতীর মান,
মদান্ধ বারণ রাবণ যখন
নাশিতে আসিল সতীত্ব ধন।
সেই মেঘনাদ, স্মরে রক্ষোগণ,
জিনিল কি রূপে অমর ভুবন,
কি রূপে বাড়াল রাক্ষস কুলের
ভীষণ প্রতাপ, বীরের মান।

২৬

দেখিল মেনকা সেনা অগণন,
ঘেরি বেড়ি আছে রাজা দশানন
সজল লোচন মলিন মুখ;
কোথায় এখন সে সব গর্ব্ব,
সকলি তাহার হয়েছে খর্ব্ব!
বিশদ বসন পরা,—মুক্তকেশ,
নাহিক কিরীট, নাহি রাজবেশ,—
সীতা হরি, নৃপ, এ দশা তোমার,
পাবে না, পাবে না তিলেক সুখ

২৭

দেখিল মেনকা রাণী মন্দোদরী,
দানব কুমারী প্রমীলা সুন্দরী,
দাঁড়ায়ে দুঁ ভয়ে শবের পাশে;
এলোকেশী দোঁহে পাগল প্রায়,
শবের পানেতে কাতরে চায়।
বলে পাটরাণী,—"এই এক দিন,
জনম যে দিন সেই এক দিন,
মেঘনাদ বীর তোমার মাতার,—
বাঁচিব এখন আর কি আশে!

২৮

"বড় আশা ছিল এই রাজ্যভার
সঁপিয়ে তোমায়, প্রাণের কুমার,
শিবের চরণে তাপসী হব !
তারি কি এ ফল ?"—আর কোন কথা
কহিতে দিল না মরম ব্যথা।
কাঁদিল সুন্দরী দেবী মন্দোদরী,
কাঁদে রে যেমন কাতর কুররী,
যবে নিষাদের নিদারুণ বাণ
নিহনন করে শাবক নব !

২৯

"বড় আশা ছিল," কহিল প্রমীলা,—
শুনিয়ে সে বাণী দ্রব হয় শিলা,
কঠিন অয়স গলিয়ে যায়,—
"বড় আশা ছিল, প্রাণেশ মম,
বসিয়ে পাশেতে কুসুম সম
অনিল হিলোলে দুলিব রমণী,
পূজিব চরণ সতী শিরোমণি,
দেখিব সতত সে চারু বদন
যে বদন আঁখি সতত চায়।

৩০

"তোমার সহিত বিহরিতে যাব,
পারিজাত পাতি আমোদে ঘুমাব,
হে নাথ, বাসব নন্দন-বনে ;
খেলিব দুজনে মানস সরে,
হাসিব দুজনে প্রণয় ভরে ;
তোমার সহিত পাতালে যাইব,
নাগবালাগণ কেমন দেখিব,
এই রূপে, হায়, কত কত আশা
করেছি বিজনে হরষ মনে !

৩১

"কই হ'ল তাহা ?—যাই চল, নাথ
যাইবে অধিনী প্রাণেশের সাথ,
অজ্ঞাত আঁধার সে দূর বনে,
থাকে না যেখানে শোণিত-দেহ,
যথা হতে কভু ফিরে না কেহ ;
যাব তব সনে, নাহি কোন ভয়,
তুমি বীরেশ্বর অজেয় অভয়,
তোমার বিরহ বিনা কারে ভয়
করে অভাগিনী বিজন বনে !

৩২

" যাই, চল তবে—এখানে কি কাজ
চল ত্বরা করি, ওহে যুবরাজ,
এ মরত ভূমি ত্যজিয়ে চল,
পরিয়াছি গলে কুসুম মালা,
অন্তিম বিবাহে নবীনা বালা!
আজি হবে, নাথ, শেষ পরিণয়,
বিরহ বিচ্ছেদে থাকিবে না ভয়—
যে সুখেতে আজি জুড়াবে হৃদয়
সে সুখের সম কি আছে, বল।"

৩৩

এত বলি সতী চিতা আরোহিল,
রোদনের রোল চৌদিকে উঠিল,
বরষে কুসুম সেনানী সবে।
কহিল সুন্দরী সহাস মুখ,
" এর চেয়ে আর আছে কি সুখ?
যাই পুণ্যধামে, হে দয়িত জন,
দেখি একবার অন্তিম দর্শন,—
হুতাশন গ্রাসে জীবন অর্পণে
অমর নগরে মিলন হবে।"

৩৪

দেখিতে দেখিতে জ্বলিল অনল-
জ্বলিল চন্দন, কুসুম সকল,
নাহিক প্রমীলা, প্রমীলাপতি
যে বাহু করেছে ত্রিলোক জয়,
হায় রে সে বাহু পাইল লয় ;
হরিণী চপল উজ্জল লোচন
বিধাতার নিধি ত্রিলোক-মোহন,
গাণ্ডীবের শর অপেক্ষা ভীষণ,
তাহাও পাইল বিনাশ গতি ·

৩৫

দেখিয়ে সে সব মেনকা অপ্সরা
কহিল তখন বিষাদ কাতরা :
" ধন্য ধন্য, অয়ি প্রেমিক দ্বয়,
ধন্য মেঘনাদ, প্রমীলাও ধন্য,
ধরণীর দোঁহে রত্ন অগ্রগণ্য ;
তুমি হে যেমন বীরের প্রধান,
প্রমীলা তেমনি নারী কুলমান,—
অতুল দম্পতী ; যাও ত্বরা করি,
দেখ গে ত্রিদিব হরষময়।"

৩৬

যখন পবন বহিল সুবাস,
ধরিয়ে অন্তিম প্রমীলা নিশ্বাস,
ভেটিল মেনকা স্বরগ দ্বার ;
সতী রমণীর নয়ন জল
এর চেয়ে কিবা অতুল, বল ;
খুলিবে, খুলিবে ত্রিদিবের দ্বার,
চির প্রিয়ধনে দেখিব আবার,
এইরূপ মনে ভাবিয়ে সুন্দরী,
ভেটিল মেনকা স্বরগ দ্বার ;

৩৭

খুলিল না দ্বার—হায় রে কপাল !
কহে সকরুণ দীপ্ত দ্বারপাল,
" যদিও ও জল আদর করি,
সতীরা স্বরগে যদিও রহে,
উহা ত তথাপি অতুল নহে !
সর্ব্বসার ধন করি আনয়ন,
ত্রিদিবে তোমার হবে আগমন,
যাও, বিধুমুখি, মরতে আবার !"—
ফিরিল বিষাদে ব্যাকুলা পরী ;

৩৮

ভ্রমিতে ভ্রমিতে হস্তিনা নগরে
চলিল, শান্তনু যথা রাজ্য করে
প্রজা নিরঞ্জন পুরুষবর,
বিভবে কুবের প্রকৃতিগণ,
নাহি রোগ, শোক, হরষ মন
কত শত নৃপতির রাজধানী,
কত সহস্রের হবে রাজধানী,
হস্তী নরপতি করিল স্থাপন
সেই রাজপুর প্রাসাদধর।

৩৯

কাঁপিতে কাঁপিতে দুলিছে পতাকা
নীলাকাশে যেন উড়িছে বলাকা,
মেদুর মলয় অনিলভরে।
রক্ষিত নগর অভেদ গড়ে,
ভেদিতে না পারে সুর কি নরে;
শোভাময় দেবালয় অগণন,
অভ্রাবৃত চূড়া ভেদিছে গগন,—
যেন অধিষ্ঠান করি দেবগণ
আছেন গগন ধারণ করে।

৪০

তাধিনা তাধিনা মধুর বাজনা
বাজে নাট্যশালে, গায়িতেছে বীণা,
কোকিলকণ্ঠিকা কামিনী গায়,
গায় বেদগাথা দ্বিজের নন্দন.
শিশু সবে করে পাঠ অধ্যয়ন ;
মাতঙ্গী যাইছে চড়িয়ে মাতঙ্গ,
তুরঙ্গী যাইছে হাঁকায়ে তুরঙ্গ,
কেহ কেহ করে রথে যাতায়াত,
চরণ চারেতে কেহ বা চায়।

৪১

রাজপথ সবে দীর্ঘ সুবিস্তীর্ণ,
কিবা দিবা রাত্তি সদা জনাকীর্ণ,
নিশায় আলোকে ভূষিত রয়।
পথের দুধারে বিপণী শোভা,
থরে থরে দ্রব্য মানস লোভা।
রাজার শাসনে নাহি চোর তথা,
নাহি প্রবঞ্চনা, নাহি মিথ্যা কথা ;
অনুরক্ত ভক্ত প্রজাগণ সবে,
শান্তনু রাজার সুনাম কয়।

৪২

প্রণয় পীড়িত আজি নরপতি,
কুসুম শয়নে, নাহিক শকতি,
হেরি সত্যবতী সুষমা-মালা ;
" কোথা অয়ি তুমি, পরাণ যায়,
তোমার বিরহে জ্বলিছে কায় !
দাও, বিধুমুখি, দর্শন সদয়,
জুড়াইয়ে যাক তাপিত হৃদয়,
পাশরিয়ে যাই উরসে তোমার
পাপ, তাপ, দুখ, জগতজ্বালা।

৪৩

" কে বলে পাষাণ কঠিন পাথর,
কঠিন তোমার নিদয় অন্তর,
পাষাণ, প্রেয়সি, ভাঙিয়ে যায় !
কে বলে কমল কণ্টকময়,
তোমার মনের মতন নয় !
যত ধাতু আছে পৃথিবী ভিতরে,
কঠিন বলিয়ে লোকে গণ্য করে
অয়স ধাতুরে, তাও গলে যায়,
গলে না তোমার হৃদয়, হায় !

৪৪

" ভয় করে লোকে দেখিলে সাপিনী,
আমি চাহি সদা তোমার সে বেণী-
সাপিনী লইয়ে করিতে খেলা ;
ভুরু শরাসনে ধরিয়ে টান,
আঁখি চোর তব মেরেছে বাণ,
হরেছে নয়ন, হরিয়াছে মন,
কেন না হরিল এ ছার জীবন,
যখন, রূপসি, শুভ দরশন
হ'ল সেই সুখ প্রদোষ বেলা ?

৪৫

" আন পানপাত্র, করি সুধাপান,
জুড়াক, প্রেয়সি, তাপিত পরাণ,
জুড়াক সকল জগত জ্বালা।
মেদুর সমীর বহিতেছে ধীর,
আবেশে অলস অবশ শরীর,
ধর নবতান, গাও প্রেমগান,
মেল, বিধুমুখি, কমল নয়ান,
পর ফুলভার কুন্তলে তোমার,"
হাসি মুখে কর হৃদয় আলা।

৪৬

" এস লো হৃদয়ে হৃদয়ের ধন,
পরাণ থাকিতে তোমার নয়ন
সজল কথন দেখিতে নারি !
ভেবেছ, সরলে, তুমি অভাগিনী
হবে না কথন রাজার কামিনী,
মিছে কেন ভাল বাসিয়ে আমায়,
জ্বলিবে মরমে বিরহ জ্বালায় ;
হায়, প্রিয়তমে, কুমুদিনী সতী
গগনবিহারী শশীরি নারী !

৪৭

" কেন মানময়ী, প্রেয়সি আমার,
প্রেমের আধার হৃদিফুল হার,
অধীন উপরে কেন গো মান ?
এস বুকে এস সহাসমুখে,
চিরদিন তথা থাকিবে সুখে ;
আমি ভালবাসি যেমন তোমায়,
তেমন বাসে নি কভু কেহ, হায়,
তুমি প্রাণ মন, তুমিই জীবন,
করি সদা শুধু তোমারি ধ্যান।

৪৮

"তুমি প্রাণ মন, তুমিই জীবন,
কত বার মনে ভেবেছি এমন,
তবুও আমার হবে না তুমি;
আঁধার থাকিবে হৃদয়াগার,
মরিলে এড়া'ব বিরহ ভার।
বিরহ বেদনা, হায়, কি যাতনা!
রহে না জীবন, রহে না চেতনা,
শুকাইল সুখ, শুকাইল আশা,
মরুময় হ'ল মানস ভূমি।

৪৯

"হে শান্তনু বীর, কোথায় সে জ্ঞান,
পাগল হয়েছ আজি মতিমান,
কোথায় তোমার তপের বল!
ভজিল জাহ্নবী এই কি সে জন,
অষ্টবসুগণ ইহারি নন্দন?
ওহে দেবব্রত বীর শিরোমণি,
কোথা পুণ্যময়ী তোমার জননী?—
দেখ এসে, সতি, কি দশা আমার,
কেমনে আমারে পবিত্র বল?

৫০

" ভাবি মনে মনে ভুলিব তাহায়,
পারি না ভুলিতে—হ'ল একি দায়!–
কেমনে ভুলিব বাসিয়ে ভাল?
তুমি কি আমার হবে না, মন?
তুমি ত নহ রে কাহারো ধন!—
গেল যদি সব, ভাবনা, বাসনা,
প্রণয়, ভকতি, সাহস, চেতনা,
তবে কেন মিছে রাখা এ পরাণ,
নিবুক, নিবুক প্রাণের আল।"

৫১

যোড় কর করি প্রাণের কুমার
দেবব্রত রথী পিতৃপ্রেমাধার
সমুখে রাজীর উদয় হল।
" মহারাজ, তব আদেশমত
পারি এ পরাণ করিতে হত;
কি ছার রমণী, আনিব এখনি,
সেই সত্যবতী হবেন জননী,
তাঁহারি তনয় হইবে নৃপতি;—
আর কি করিব, হে নৃপ, বল?

৫২

" করিয়াছি পণ, জনম মতন
হ'ব ব্রহ্মচারী ; বাঁচিতে কখন
হইব না কোন নারীর দাস ;
বসিব না তব আসনে কভু,
ভাইদের তাহা জানিবে, প্রভু ।
চল, নরনাথ, পরিণয় তরে
আন জননীরে আপনার ঘরে,—
ত্যজ এ শয়ন, ত্যজ এ বিষাদ,
মিটাও, রাজন, মনের আশ !

৫৩

হল পরিণয়, সত্যবতী রাণী,
ভীষ্ম ব্রহ্মচারী, তাহারি জননী,
শান্তনু সুখেতে রাজত্ব করে ।
শেষ বাণী গুলি ধারণ করে'
চলিল মেনকা স্বরগপরে ।
কনকঘটিত হীরক-ভূষণ
খুলিল না সেই ত্রিদিবতোরণ ;
" এ নহে অতুল রতন, রূপসি, "
কহে দ্বারপাল করুণস্বরে,

৫৪

"জানি আমি দেবব্রত বীরবর
বসুগণ মাঝে দেব অন্যতর,
সকলি সম্ভবে তাহার করে ;
"ত্রিভুবন দান করিয়ে বলি
গিয়েছিল দৈত্য পাতালে চলি,—
কি দানের বাণী করি আনয়ন,
প্রবেশিতে চাও অমর ভবন ?
যাও, বিধুমুখি, মরতে আবার।"—
ফিরিল অপ্সরা বিষাদ ভরে।

৫৫

এই রূপে কত দিন বর্ষ গেল,
তবুও স্বরগে প্রবেশ না হল,
কত দিনে, হায়, যাইবে তথা,
কত দিনে সেই রতনে পাবে,
কত দিনে শাপ ফুরায়ে যাবে !
চলিল মেনকা কুরুক্ষেত্র রণে,
দেখিল মরিছে কুরুপাণ্ডুগণে,—
সেই কুরুক্ষেত্র স্মরণীয় স্থান,
ভারত বিজয় হয়েছে তথা।

৫৬

দেখিল সেখানে অমর কামিনী
সমরে প্রবৃত্ত তের অক্ষৌহিণী
ভারতের রাজ-আসন তরে।
বীর সবে করে তুমুল রণ,
কে জীয়ে, কে মরে নাহিক জ্ঞান!
সংশপ্তক সহ বীর ধনঞ্জয়
একা জয়দ্রথ পাণ্ডব নিচয়,—
তবু কাপুরুষ সিন্ধুর তনয়
সক্ষম সমরে শিবের বরে।

৫৭

দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, সপ্ত বীরবর,
তাহাদের সনে যুঝে একেশ্বর
অভিমন্যু বীর পাণ্ডব সুত,
বয়সে তরুণ, প্রবীণ মতি,
অকলঙ্ক শশিকুলের বাতি।
যুঝে একেশ্বর, নাহিক সহায়,
কৌরব সেনারা ভয়েতে পলায়;
ধন্য শিশু বীর, সপ্ত মহারথী
একের সমরে বিষাদযুত!

৫৮

কহিল মেনকা,—"ওহে বীরগণ,
দাও শিশু বীরে প্রেম আলিঙ্গন,
ইহার সহিত রণ কি সাজে!
দেখেছি তোমরা কেমন বীর,
শিশু বাণাঘাতে কেমন ধীর!
এ বীরের রণে পাবে অবমান,
মাগিয়ে অভয় চাও প্রাণদান,
দেখো যেন এর শাণিত তোমর
অশনি সমান বুকে না বাজে

৫৯

অহো! কত ধন্য সেই বীর জন
যার তরে কোন রমণীরতন
গায়িকা হইয়ে সুনাম গায়!
ছার মানুষের কি ছার প্রেম,
ছার গুণগান পিতলী হেম!
অহো! কত ধন্য তবে সেই বীর
যাহার বীরত্বে হেন সুন্দরীর,—
হেন অপ্সরার নির্ব্বাসিত চিত
গুণগান গাহি গলিয়ে যায়!

৬০

বিমানে বিস্ময়ে গগন মাঝারে
কাতারে কাতারে তাহারে নেহারে
উৎফুল্ল-হৃদয়ে দেবতা সবে।
পারিজাত আদি কুসুমচয়
সমর সাগরে পতিত হয়।
ঘোরে কালচক্র, পাণ্ডব জীবন,
হাসে সোম লোকে মধুর কিরণ,
সাবধান আজ, ক্ষত্রিয় নন্দন,
রাখ কুলমান যশের ভবে।

৬১

শরে জ্বর জ্বর, দেহ থর থর,
কাঁপে মুহুর্মুহু বীরের অন্তর,
অভিমন্যু বীর হুঙ্কার ছাড়ে।
হুহুঙ্কার ছাড়ি যোগিনী হাসে,
পৃথিবী শোণিত-সাগরে ভাসে।
ঝন্ ঝন্ করে শাণিত কৃপাণ,
সন্ সন্ ছোটে তীর খরশান,
গদা ফট্ ফট্, হত ছট্ ফট্,
সমরে ততই আগ্রহ বাড়ে।

৬২

কে খণ্ডাবে, হায়, কালের লিখন !-
দেখ, অভিমন্যু বিরথ এখন,
নামিছে ভূতলে লইয়ে গদা,
প্রলয় কালের মহেশ প্রায়,
কৌরব সেনার উপরে ধায়।
শুনিল সুদূরে গাণ্ডীবের রব,
পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজায় কেশব,
উত্তেজিত-চিত অভিমন্যু ধায়,
দুঃশাসন সুত আসিল যদা।

৬৩

দোঁহে বীরবর, ভীষণ সমর,
পড়িতেছে গদা গদার উপর,
দোঁহে প্রাণপণে সমরে লড়ে
এখনো হয় নি কাহারো জয়,—
হ'ল কি দোঁহারি প্রভাব ক্ষয় ?
অচেতন চিত, আঁখি নিমীলিত,
ধূলি ধূসরিত, শোণিত মিশ্রিত,
প্রিয়তমা গদা বুকে আলিঙ্গিত,
বিশ্রান্ত দুজনে ঘুমায়ে পড়ে।

৬৪

ওকি, কাপুরুষ?—অন্যায় সমর?
ক্ষত্রিয় কলঙ্ক, পাষণ্ড, পামর,
ধাইছ সাহসে কৃপাণ করে,
মোহিত অমিত্রে করিবে নাশ,
অনন্ত নরকে করিবে বাস?
কোথা ধনঞ্জয়, সুভদ্রা জননী,
কোথায় কেশব, উত্তরা রমণী,
পাণ্ডুপুত্রগণ, দেখ তোমাদের
অভিমন্যু বীর অন্যায়ে মরে।

৬৫

একবার আঁখি হইল মীলিত,
একবার রবি হ'ল মেঘাবৃত,
একবার ধরা কাঁপিল যেন।
করিল কৌরব ভীষণরব,
কাঁপিল আতঙ্কে পাণ্ডব সব।
তার পরক্ষণে কিছু নাই আর,
নিমীলিত আঁখি, নাহিক আঁধার,
ঝলমল করে প্রদোষ তপন,
কিছুই সেখানে হয় নি যেন।

৬৬

চন্দ্রলোক তবে হ'ল উদ্ভাসিত,
চাহিল দেবতা বিমানে বিস্মিত,
ফিরিয়ে চলিল অমরাবতী।
কেশব সহসা কম্পিত হ'ল,
অর্জ্জুনের যেন ফুরাল বল।
দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিষাদে কাঁদিল,
শরশয্যাশায়ী গাঙ্গেয় হাসিল,—
"নাহিক নিষ্কৃতি কৌরবের আর,
দুর্যোধন পাবে নিরয়গতি।"

৬৭

সে দিন জিতিল কৌরব কুমার,
পাণ্ডব সকলে করে' হাহাকার,
শিবিরে প্রদোষে যাইল সবে।
কাঁদিল শোকেতে মেনকা পরী,
কহিল সুন্দরী বিষাদ করি:
"ঘুমাও সুখেতে, ওহে বীরবর,
ঘুমাইয়া দেখ অমর নগর,
দেখ পারিজাত; নন্দন কাননে
এখনি তোমারে যাইতে হবে।

৬৮

"অতুল বীরতা বারতা তোমার
গাবে কবিগণ আনন্দে অপার,
স্মরিবে সকলে তোমার নাম।
যত যশ আছে গৌরব যত,
পাবে না কেহই তোমার মত।
অদ্যাবধি তুমি সদা সুধা খাবে,
অমর বালারা চামর ঢুলাবে;
হে তরুণ বীর, তোমার প্রবেশে
উজ্জ্বল হইবে ত্রিদিব ধাম!"

৬৯

এত কথা পরী বিষাদে বলিল,
ধীরে শোণিতের শেষ বিন্দু নিল
নিহত বীরের হৃদয় হ'তে।—
"এবার স্বরগে যাইতে পা'ব,
মন্দাকিনী জলে সুখেতে না'ব;
দেখিব কেমন হীরাপাখিগণ
উড়িছে আমার; সকলি তখন
দেখিব নয়নে; কিছু নয় বিশ্বে
অতুল বীরের শোণিত হ'তে!"

প্রভাতে পৌঁছিল স্বরগের দ্বার ;
ঝলিছে উজল স্বর্ণ প্রতীহার,
'দেখিল আশায় প্রফুল্ল পরী।
প্রতীহারী পুন সদয়ে কহে :
" এ শোণিত বিন্দু অতুল নহে।
ত্রিলোক ললাম আছে যে রতন,
তাহাই করিতে হবে আনয়ন ;
কি করি, সুন্দরি,—আবার তোমারে
ভেটিতে হইবে মরতপুরী।

৭১

" যে সকল বীর সম্মুখ সমরে
সাহসে অভয়ে প্রাণদান করে,
তাহারা সকলে ত্রিদিবে আসে,
অমরগণের আদর পায়,
স্বরগের নিধি অমিয় খায়।
দেখ, সোমলোকে অভিমন্যু বীর,
ওই সুধাপান করিতেছে ধীর,
অনল মতন উজ্জ্বল গঠন,
অমর বালারা দাঁড়ায়ে পাশে।

৭২

"তা' বলে বীরের লোহিত শোণিত
সম্মুখ সমরে হয়েও পতিত,
ধরণী ভিতরে অতুল নয়;
ভেট পুনরায় মরত ধামে,
পূরাও, রূপসি, মানস-কামে;
পাইলে তোমার সেই উপহার,
হরষে খুলিব স্বরগের দ্বার।"
আশায় আবার মেনকা অপ্সরী
আসিল মরতে বিষাদময়।

৭৩

কি মধুর আজি নিশীথ এখন!
বিরাজে গগনে রোহিণীরমণ,
ঝুরু ঝুরু করি অনিল বায়;
বিকাশ-বদন কুসুমচয়,
সুবাসে ধরণী আমোদময়;
কল কল সুরে তমসার জল
বহিছে পীতাভ কিরণ-উজ্জল,
যেন রে করুণ প্রেমের সঙ্গীত
হৃদয় ভিতরে গাহিয়ে যায়।

৭৪

বিরাজে তারকা গগন উপর,
বিরাজে তারকা জলের উপর
কিরণ উজল লহরী মাঝে ;
যেন পীত-প্রভ বসন' পরে
কনক-কুসুম সুষমা ধরে ;
যেন সুবিস্তার মাঠের মাঝার
বিকসিত আছে কনক-নীহার ;—
আহা ! এই চারু চন্দ্রিকা বসনে
আজি রে রজনী কেমন সাজে !

৭৫

এক খানি মেঘ আকাশ উপরে
বিহরে সুন্দর অনিলের ভরে,
চাঁদের আলোকে উজল-প্রভা ;
যেন সোণামুখী তরণী চলে
হেলিতে দুলিতে জাহ্নবী জলে ;
যেন ত্যাগ করি ত্রিদিব বিভব,
ত্যজি শচী সতী, দেবেশ বাসব
নীরদ বিমানে আরোহণ করি,
দেখেন কেমন ধরণী শোভা ।

৭৬

চারিদিক স্থির ; মেদুর সমীরে
মাধবিকা লতা দুলিতেছে ধীরে
সহকার বরে উরসে ধরি;
যেন কহে ধনী প্রণয় কথা,
জুড়ায় বিজনে বিজন-ব্যথা ;
যেন সহকারে বহু দিন পরে
পেয়েছে সুন্দরী হৃদয় উপরে,
খুলিয়ে দিয়েছে হৃদয় ভাণ্ডার
আবরণ যেন মোচন করি !

৭৭

স্মরিল মেনকা এ হেন নিশায়
কি রূপে ভেটিল পৌরবপিতায়
উর্ব্বশী-প্রাণেশে উর্ব্বশী পরী,
ত্যজিয়ে ত্রিদিব মরতে আসি।
স্মরিল মেনকা কৌশিক ঋষি,
কি রূপে মোহিত হল তপোধন,
ভজিল তাহার যুগল চরণ,
হোম ধ্যান আদি ধর্ম্ম কর্ম্মে যত
শেষ জলাঞ্জলি প্রদান করি ।

৭৮

কাতর নয়নে সলিল বহিল,
যখন সুন্দরী হৃদয়ে ভাবিল
কি রূপ তাপস বিষণ্ণ হল,
দেবেশ আদেশে রূপসী যবে
ভেটিতে যাইল অমর সবে।
হে প্রেম, এই ভুবন ভিতরে
কে আছে তোমারে অবমান করে,
কে না জানে, হায়, মহিমা তোমার,
অতুল তোমার মোহন বল!

৭৯

কে তুমি, কে তুমি, হে দ্বিজ তনয়,
কোথায় যাইবে এ হেন সময়,
এ বিজন বনে কেন বা, বল?
নাহি কি তোমার প্রাণের ভয়,
জান না এখনি পাইবে লয়?
ভেবেছ তোমার লোহিত বসন,
বেদ, কমণ্ডলু করিবে রক্ষণ?
ওই শুন শুন, দ্বিজের কুমার,
"রহ রহ" এই আরাব হল!

৮০

" রহ রহ " এই ভয়ানক স্বর,
সম্মুখে আগত দস্যু রত্নাকর
অন্তিম সময় শমন প্রায়;
করে ভীম লাঠি, ভীষণ বেশ,
নাহিক নয়নে দয়ার লেশ ;
কপালে লিখিত অসিত অক্ষরে,—
কে না দেখে তাহা ব্যথিত অন্তরে ?
যেন চিত্রগুপ্ত আপনার করে
অলোপ মসিতে লিখেছে তায় ;—

৮১

সতীত্ব বিনাশ, ঘোর বলাৎকার,
ব্রহ্মবধ আর অতিথি সংহার,
শপথ ভঞ্জন লিখিত তথা ;
দীর্ঘ কেশচয়, ভীষণ দেহ,
দেখে নি এমন কখন কেহ।
দ্বিজের কুমার অধীর অন্তর,
স্খলিত চরণ, দেহ থর থর,—
উঃ ! ধরণী গো, হও বিদারিত,
জুড়াও তাহার হৃদয় ব্যথা !

৮২

" যাহা আছে দাও, " কহে রত্নাকর,
" কে আমি জান না, নির্ব্বোধ বর্ব্বর,
এসেছ আমার কানন মাঝে ?
এখনি হরিব তোমার প্রাণ,
যাহা আছে কর সত্বরে দান।"
" বেদ কমণ্ডলু করহ গ্রহণ,
এই লও, সখে, উত্তর বসন ;
কেবল ডাকিতে দাও নাম তার
যে জন সতত হৃদয়ে রাজে !

৮৩

" জয় জগদীশ, জয় পরাৎপর,
করুণাসাগর, প্রেমের আকর,
জয় হে অখিল ভুবন পতি,
জয় চিন্তামণি আলোকময়,
পতিতপাবন, তোমারি জয় !
ক্ষমা কর যত করিয়াছি পাপ,
জুড়াও সকল ভবের সন্তাপ,—
তুমি বিশ্বেশ্বর পুরুষ প্রবর,
হে নাথ, তুমিই অগতি গতি।"

৮৪

অমনি কি যেন উজল কিরণ
দস্যু রত্নাকর হৃদয় ভবন
ভাতিল প্রভায় আলোকময় .
পাপের আঁধার পলায়ে গেল,
হৃদয়ে নবীন প্রসাদ এল।
" জয় জগদীশ " কহে দ্বিজবর,
" জয় জগদীশ " কহে রত্নাকর,—
সাধু ও পামর প্রফুল্লিত দোঁহে
বিভু নাম গানে প্রমত্ত রয় !

৮৫

স্মৃতির নরকে উদিল তখন
একে একে আসি ভীম-দরশন
জীবন-কণ্টক কলুষ সবে।
সে শৈশব বিভা কোথায় এবে,
সেই গত দিন আজ কে দেবে ?
অয়ি শশধর, অয়ি তারাগণ,
তোমরা কি জান কাহারো চরণ
পরশিলে তার হৃদয়ের পাপ
পাষাণ পামর গলিত হবে ?

৮৬

আলোকিত চিত হ'ল তমসিত,
তমসিত চিত হ'ল আলোকিত,
ভাবনা দোলায় দুলিছে তবে।
সে সব স্মরিয়ে কি দুখ হ'ল,
সে সব পাশরি কি সুখ হ'ল!
প্রেম-অশ্রু বুকে বহে অবিরল,
পুণ্যের লহরী যৌবন-উজল,
কোথা আছ, মধুমন্দাকিনীজল,
তুমি কি এতই ধবল হবে!

৮৭

" ক্ষমা কর যত করিয়াছি পাপ,
জুড়াও সকল ভবের সন্তাপ,
হে নাথ, তুমিই অগতি-গতি।-
তোমার মতন, ওহে দ্বিজবর,
ছিলাম একদা পবিত্র অন্তর :
কি হয়েছি আমি আজি রে এখন,
কোথা এবে সেই শৈশব কিরণ!—
হায়! সেই তব অভয় চরণে
স্থান কি পাইব, ভুবনপতি ?"

৮৮

"পাইবে, পাইবে!" মেনকা কহিল।
মলয় অনিল খেলিতে লাগিল,
অনুতাপ-বাণী বহিয়ে নিল।
ফুটান রহিল অফুট ফুল,
বহিতে লাগিল লহরীকুল।
সেই নিশি শশী হাসিতে হাসিতে,
কিরণে উজল করিতে করিতে
সাধু ও পামরে, প্রফুল্ল বদনে
তমসার জলে ডুবিয়ে গেল!

৮৯

কি প্রভাত আজি ভারতে উদয়,
কি প্রভাত আজি মানসে উদয়,
এমন সরেস নাহিক আর!
প্রাচীতে উদয় নবীন রবি,
হৃদয়ে উদয় নবীন রবি!
নাহিক ধরায় অন্ধকার আর,
নাহিক হৃদয়ে কোন পাপ আর;
উজ্জল হয়েছে বসুমতী ধাম,
উজ্জল হয়েছে হৃদয়াগার!

৯০

তদবধি নাহি দস্যু রত্নাকর,
হয়েছে বাল্মীকি মহামুনিবর,
জটাজূটশির প্রশান্তমুখ ;
সতত বদনে—"যোগেশ জয়,
পতিতপাবন করুণাময়" ;
প্রসন্ন মূরতি, নিটোল গঠন,
রসনায় বেদ, বাকল বসন,
স্নেহের নিলয় যুগল লোচন,
হৃদয়ে সতত পরম সুখ।

৯১

তদবধি সেই বিজন কাননে
হরিণ হরিণী হরষিত মনে
বিহরে সতত নাহিক ভয় ;
কুসুম সুবাস বিতরে লতা,
তরু পরিহরে পথের ব্যথা।
তদবধি সেই বিজন কানন
বাল্মীকি মুনির হল তপোবন,
নাহি হত্যা হিংসা, নাহি কোন পাপ,
সে সব সেখানে পাইল লয়।

৯২

সে বিজন বনে বসিয়ে যখন
করিতেন মুনি দেব আরাধন,
নীরব নিস্তব্ধ থাকিত সবে ;
বহিত না বায়ু বেগের ভরে,
পড়িত না পাতা শবদ ক'রে,
সিংহের শাবক বিস্মিত নয়নে
চাহিয়ে দেখিত তাঁহার বদনে,
হরিণ হরিণী স্থির হয়ে দোঁহে
সুদূরে দাঁড়ায়ে থাকিত তবে।

৯৩

গুণ্ গুণ্ রব ত্যজি মধুকর,
ত্যজি মধুময় কুসুম নিকর,
নীরব নিস্তব্ধ মোহিত প্রায়।
ঝুরু ঝুরু করি সমীর ধীরে
চূতের মঞ্জরী বরষে শিরে।
সুমধুর স্বরে করি কল কল,
পবিত্র সলিলা তমসার জল,
পরশি দস্যুর পবিত্র চরণ,
পবিত্র হইয়ে চলিয়ে যায় !

৯৪

যেন ভাবে মুনি দেব আরাধন
করেন ; একদা হৃদয় কেমন
সহসা অধীর হইয়ে গেল।
· দেখেন নয়ন মীলন করি
কিরাত অদূরে ধনুক ধরি,
ক্রৌঞ্চ পাখী এক ভূতলে পতিত ;
রোষে দুখে আঁখি হইল লোহিত,
" রক্ষ, রক্ষ, দেব " বলিতে বলিতে,
" মা নিষাদ " এই ঈরিত হ'ল !

৯৫

" মা নিষাদ " এই ঈরিত হইল,
ভুবনে নবীন বাজনা বাজিল,
বাজিল হৃদয়ে সঙ্গীত সার ;
যমুনার জলে উজান গেল,
জাহ্নবীতে শত লহরী হল ;
শত চন্দ্র যেন আকাশে উঠিল,
শত বীণা যেন একত্রে বাজিল,
শত শতদল একত্রে ফুটিল,
ধরায় অসুখ নাহিক আর !

৯৬

" মা নিষাদ " এই ঈরিত হইল,
স্বরগে নবীন বাজনা বাজিল,
বাজিল হৃদয়ে সঙ্গীত সার ;
মন্দাকিনী জলে উজান গেল,
মানসেতে শত লহরী হল ;
বিদ্যারথী বীণা আপনি বাজিল,
হাসিয়ে সারদা মরতে নামিল,
দস্যু-তাপসেরে হরষে বরিল,
ধরায় অসুখ নাহিক আর !

৯৭

" মা নিষাদ " এই ঈরিত হইল,
স্বরগের দ্বার আপনি খুলিল,
নামিল ভূতলে শতেক পরী,
ভেটিবারে চিরদয়িতা জনে,
সম্মিলিয়ে চিত্ররথের সনে ;
আসিল ভূতলে উর্ব্বশী সুন্দরী,
চিত্রলেখা আর কত বিদ্যাধরী,
পারিজাত মালে খেলিতে খেলিতে,
মোহিত জগতে মোহিত কবি !

৯৮

" এস, প্রিয়সখি, আলিঙ্গন করি, "
কহিল আমোদে উর্ব্বশী অপ্সরী,
" এস প্রিয়সখি " সকলে ভাষে
বাজে তানপূরা, মোহিনী বীণা,
' এর চেয়ে আর সুখ পাবি না ! '
গায় চিত্ররথ ; পূর্ণমনোরথ
চলিল সকলে চড়ি বায়ুরথ
কোলেতে করিয়ে চিরহারা ধনে,
বসাল তাহারে দেবেশ পাশে ।

৯৯

এতদিনে গেল তপোভঙ্গ পাপ,
এতদিনে, হায়, ফুরাইল শাপ,
অনুতাপ সুধা কেমন ধন !
সেই সুধারস যে জন খাবে,
পাপ, তাপ তার ফুরায়ে যাবে !
অনুতাপ সুধা মধুর যেমন,
কবিতা তেমনি মধুর রতন ;
জগতের সার এই দুই চেয়ে
কি আছে ভুবনে মধুর ধন !

১০০

গাও তবে আজি, ভারত সন্তান,
মনপ্রাণ সহ মিলাইয়ে তান,
'অনুতাপ সুধা কেমন ধন!
সেই সুধারস যে জন খাবে,
পাপ, তাপ তার ফুরায়ে যাবে;
অনুতাপ সুধা মধুর যেমন,
কবিতা তেমনি মধুর রতন,
জগতের সার এই দুই চেয়ে
কি আছে ভুবনে মধুর ধন!

Printed at the New Bengal Press,—CALCUTTA.—1874.